এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ড. আনিসুর রহমান
অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ
সভাপতি
বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এসোসিয়েশন

১৯৮৩ সনে মিস ফারজিন হক (মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ বৃত্তি পান। ড. আনিসুর রহমান তাঁকে পরামর্শ দেন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে এবং তাঁর আবেদনপত্র পূরণ করতে সাহায্য করেন। উপরন্তু, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব সাইকিয়াট্রির চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান প্রশিক্ষণের পরিচালক ড. বিল উয়ুলকে ড. আনিসুর রহমান চিঠি লেখেন ফারজিন হককে ভর্তি করে বাংলাদেশে কোর্সটি প্রবর্তন করতে সাহায্য করতে।

১৯৮৪ সনে মিসেস আফরিন হোসেন (মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) একই বৃত্তি পান এবং ড. আনিসুর রহমান তাঁকেও একই পরামর্শ দেন এবং একইভাবে সাহায্য করেন। তাঁরা দু'জন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে না আসায় ড. আনিসুর রহমান নতুন করে ভাবতে থাকেন কিভাবে বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্সটি শুরু করা যায়।

০৮.০৩.৯৪ : ড. আনিসুর রহমান তাঁর বন্ধু বৃটিশ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ড. গ্রাহাম পাওয়েলকে চিঠি লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করতে সাহায্য করার জন্য।

২১.০৩.৯৪ : ড. পাওয়েল থেকে সানন্দ আগ্রহের উত্তর আসে।

০৩.০৩.৯৪ : ড. আনিসুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তাঁকে আহ্বায়ক করে একটি প্রকল্প তৈরির উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

রহমান মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তৎকালীন পরিচালক প্রফেসর আনোয়ারা বেগম এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন এবং তাঁর সমর্থন/সহযোগিতা চান। প্রফেসর বেগম তাৎক্ষণিক তাঁর প্রতিক্রিয়ায় দারুণ উৎসাহ ব্যক্ত করেন, তাঁর সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং ড. আনিসুর রহমানের অনুরোধে ১১.০৪.৯৪ তারিখে তাঁর কাছে চিঠি লেখেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষন কোর্স চালু করার জরুরি প্রয়োজন উল্লেখ করে।

১৯৯৪ সনের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বৃটিশ কাউন্সিলের উপ-পরিচালক জনাব পল স্মিথ (Mr. Paul Smith) ও এক্সচেঞ্জ অফিসার জনাব কামরুল হাসানের সঙ্গে ড. আনিসুর রহমান ফলপ্রসু সভা করেন এবং জনাব হাসান ড. গ্রাহাম পাওয়েলকে ২০.৯.৯৪ তারিখে লেখেন : We are now pleased to inform you that the British Council will fund your visit to Bangladesh to help the Dhaka Univesity Psychology Department develop a curriculum for clinical Psychology course.

২৪.১২.৯৪ তারিখে ড. গ্রাহাম পাওয়েল ঢাকা আসেন তিন সপ্তাহের জন্য।

১৭.০১.৯৫ : ঢাকাস্থ বৃটিশ ODA (পরে DFID) এর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডা. মাহতাবুননেসা কারির কাছে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য লিংক প্রজেক্ট এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব করেন ড. আনিসুর রহমান-বাংলাদেশ কো-অর্ডিনেটর ও ড. গ্রাহাম পাওয়েল-যুক্তরাজ্য কো-অর্ডিনেটর।

২০.০৫.৯৫, ১৪.৬.৯৫ এবং ১৫.৫.৯৬ তারিখে ড. আনিসুর রহামন ডা. কারিকে চিঠি লেখেন প্রকল্পটি অনুমোদন করার অনুরোধ জানিয়ে। এছাড়া ডা. কারির সাথে ড. আনিসুর রহমান দু'বার দেখা করেন এবং কয়েকবার টেলিফোনে অনুরোধ জানান।

০২.০৬.৯৬ : Mrs. J. Knowlton-3rd Secretary Aid, বৃটিশ ODA, ঢাকা, ড. আনিসুর রহমানকে লিখে জানান প্রকল্পটির জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে তারা নীতিগতভাবে সম্মত।

০১.০৭.৯৫ : (সেশন ১৯৯৩-৯৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগে পৃথক ধারা (stream) হিসাবে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তিত হয়। মনোবিজ্ঞানী ড. হাদিমা আখতার বেগম, ড. আনিসুর রহমান, ড. রোকেয়া বেগম, মিসেস পারভিন হক, ড. মাহমুদুর রহমান এবং মনোরোগবিদ ডা. মাসুদা বেগম ও ডা. ঝুনু শামসুন্নাহার (বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন।

০৯.০৭.৯৬ : British Aid Management office, Dhaka এর প্রধান Mr. Kevin Sparkholl ড. আনিসুর রহমানকে লিখে জানান, Further to our telephone conversation I am glad to be able to say that I

have now approved the proposed link (between Dhaka University & London University)...

এর ফলে ব্রিটিশ সরকার থেকে প্রায় এক লক্ষ পাউন্ড আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়।

যুক্তরাজ্যের বারোজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে ঢাকায় আসেন প্রশিক্ষণ দিতে-তাঁদের অনেকেই ২/৩ বার এসেছেন ড. গ্রাহাম পাওয়েল এসেছেন ৮ বার। চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান কোর্সের বাংলাদেশী মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মেয়াদে যুক্তরাজ্যে যান সেখানকার প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানবার জন্য।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান কোর্সটি প্রবর্তিত হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই ড. আনিসুর রহমান তিন বছর মেয়াদী পেশাগত এই কোর্সটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পৃথক বিভাগ সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। মনোবিজ্ঞান বিভাগের সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের বাসায় গিয়ে পৃথক বিভাগ করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন।

৩.৪.৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটির সভায় চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব পাশ হয়। এরপর জীববিজ্ঞান অনুষদের সুপারিশ নিশ্চিত করার জন্য ড. আনিসুর রহমান উক্ত অনুষদের সদস্যদের বাসায় গিয়ে প্রস্তাবিত বিভাগটি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা/যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

৭.৫.৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অনুষদের সভা প্রস্তাবটির পক্ষে সুপারিশ করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল যাতে সুপারিশটি অনুমোদন করে এর জন্য ড. আনিসুর রহমান তখনকার সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরীকে ও বেশ কয়েকজন সদস্যকে অনুরোধ করেন।

১১.৬.৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভা উপযুক্ত সুপারিশ অনুমোদন করে।

২২.৬.৯৭ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ খোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

১৩.১০.৯৭ : ড. আনিসুর রহমানকে বিভাগটির প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ১৮.৫.২০০২ তারিখ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।